JUN. 1 6 2002

ডেমরার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া চলছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ঢাকা মহানগরীর ডেমরা এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকদের চিহ্নিত করে তাড়িয়ে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদের নানা অজুহাতে ছাঁটাই করে সরকারদলীয় লোকজন নিয়োগ দেবার পাঁয়তারাও চলছে। প্রধান টার্গেট প্রতি শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করে মোটা অঙ্কের ডোনেশন আদায়। দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ কলেজে যেতে পারেন না চার মাস। ডেমরা কলেজের অধ্যক্ষের রুমে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্ণমালা স্কুল এ্যান্ড কলেজের ১৭ শিক্ষক-কর্মচারীকে বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রইছউদ্দিন আদর্শ বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হয়েছে প্রধান শিক্ষককে। দনিয়া কলেজ থেকে প্রায় ৪০ শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যাদের অতিরিক্ত হিসাবে দেখিয়ে আজ শনিবারের সভায় বের করে দেয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসব শিক্ষক-কর্মচারীর অপরাধ তাঁরা আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পেয়েছেন।

ডেমরা এলাকার শিক্ষকদের মধ্যে চাকরি হারানোর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকার শিক্ষক-কর্মচারীরা স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং তাঁর লোকজনের ভয়ে তটস্থ। শিক্ষকতার মতো পেশায় এসে তাঁরা 'হুকুমের গোলামে' পরিণত হয়েছেন। যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা হচ্ছে শিক্ষকদের সঙ্গে। পেশাগত ঈর্ষা ও ব্যক্তি আক্রোশ মেটাচ্ছে কেউ কেউ। কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে আওয়ামী লীগ সমর্থক দেখাতে পারলে এবং তাঁর সম্পর্কে এমপির কান ভারি করলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে চাকরি।

জানা যায়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ডেমরার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কে আওয়ামী লীগ সমর্থন করেন বা আওয়ামী লীগ আমলে কার নিয়োগ হয়েছে তা খুঁজতে ব্যস্ত এলাকার অতি উৎসাহী সরকারী দলের লোকজন। তাঁরা প্রতিনিয়ত কান ভারি করে যাচ্ছে এলাকার এমপি সালাহউদ্দিন আহমদের। পদাধিকার বলে এমপি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হওয়ায় তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের এখন পোয়াবারো। গত চার মাস ধরে দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শাহাদাত হোসাইন রানা কলেজে যেতে পারেন না। তাঁকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁর অপরাধ তিনি আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পেয়েছেন। পদত্যাগ না করায় অডিট, তদন্ত প্রভৃতি অজুহাতে অধ্যক্ষকে কুপোকাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কলেজের প্রায় ৪০ শিক্ষক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এদের অতিরিক্ত হিসাবে দেখানোর অপচেষ্টা চলছে। অথচ ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে দনিয়া কলেজে আরও শিক্ষক প্রয়োজন। কলেজে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক রয়েছেন ৬০ জন। সব বিষয়ে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত তিনজন শিক্ষক থাকলেও কেবল বাংলায় চারজন এবং ইংরেজীতে পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন। কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে অধ্যয়নরত প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থীকে পড়াতে বাংলায় চারজন এবং ইংরেজীতে পাঁচজন শিক্ষকও যথেষ্ট নয়। বাংলায় অতিরিক্ত একজন এবং ইংরেজীতে দু'জন থাকলেও ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই তিনজন ছাড়াও প্রায় ২০/২২ জন শিক্ষককে ছাঁটাই করার পাঁয়তারা চলছে। এর কারণ হিসাবে জানা যায়, এসব শিক্ষক আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পেয়েছেন। এঁদের বাদ দিয়ে দলীয় লোকজন নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা যায়।

এদিকে একই অবস্থা বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজে। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের দুই শিক্ষককে কলেজে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। আরও ১৭ শিক্ষক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করার আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে রইছউদ্দিন আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে।